আসন্ন শুষ্ক মৌসুমে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ নির্মাণ ও মেরামতে জরুরী ভিত্তিতে

সরকারকে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে

ভার্চুয়াল সেমিনার, ১৭ অক্টোবর ২০২০

আয়োজনেঃ কোস্ট ট্রাস্ট এবং সিএসআরএল

participates
in survival strategies
of coastal poor
COAST Trust

www.coastbd.net

csrl

আমরা কেন জরুরী বরাদ্দের কথা বলছি?

ঘূর্ণিঝড় আম্পানের প্রভাব

অবকাঠামোগত ক্ষতি

- ১৫০ কিলোমিটারেরও বেশি বেড়িবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে
- সাতক্ষীরায় ৫৭ কিলোমিটার, খুলনায় ৩৯ কিলোমিটার, ভোলায় ১৮ কিলোমিটার, কক্সবাজারের কুতুবদিয়া ও টেকনাফে প্রায় ২০ কিলোমিটার বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে

অর্থনৈতিক ক্ষতি

- মোট ক্ষতি ১১০০ কোটি টাকা
- কৃষিতে ক্ষতি ৬০০ কোটি টাকা
- মৎস্য ঘেরের ৪০০ কোটি টাকার অধিক ক্ষতি হয়েছে

সাম্প্রতিক বন্যা ও সারাদেশ ক্ষয়-ক্ষতির চিত্র

৩০ এর অধিক জেলা বন্যায় প্লাবিত হয়েছে

১৫৮ উপজেলার ১০২২ ইউনিয়ন বন্যায় প্লাবিত হয়েছে

৫৪ লক্ষ মানুষ বন্যার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে

১০ লাখেরও বেশি বসতবাড়ি বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে

Source: Need Assessment Working Group Bangladesh

বন্যায় অবকাঠামোগত ও অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতি

অবকাঠামোগত ক্ষতি

- ৪০০ কিলোমিটারেরও বেশি বেড়িবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ
- ১৯০২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে
- এছাড়া সড়ক, রাস্তাঘাট, নদী তীর রক্ষা বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে

অর্থনৈতিক ক্ষতি

- মোট ক্ষতি হয়ছে ৫ হাজার ৯৭৩ কোটি টাকা
- বন্যা কবলিত ৯৩% ইউনিয়নের মানুষের আয় ও সামাজিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়েছে
- বন্যায় প্লাবিত এলাকার ৭৯% মানুষ ত্রানের উপর নির্ভরশীল ছিল
- মানুষের আয়ের সুযোগ হ্রাস পেয়েছে, বাস্তুচ্যুতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর ফলে দীর্ঘমেয়াদি দারিদ্র বৃদ্ধি পাবে

Source: Need Assessment Working Group Bangladesh & MoDMR

কৃষি ও মৎস্যখাতেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে

১২ লাখ ৭২ হাজার কৃষক সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত

৪ লাখ ১৫ হাজার হেক্টর ফসলি জমি ক্ষতিগ্রস্ত

১ হাজার ৩২৩ কোটি টাকার ফসলের ক্ষতি

৫১০ কোটি টাকা মৎস্য খাতে ক্ষতি

সূত্রঃ কৃষি মন্ত্রণালয় ও মৎস্য অধিদপ্তর

ঘূর্ণিঝড় ও বন্যাঃ বিধবস্ত বাঁধসমূহ আরো বিধবস্ত হচ্ছে

- পটুয়াখালীতে বাঁধ আছে ১৩৫৫ কিলোমিটার যার মধ্যে ৭০-৮০% ক্ষতিগ্রস্ত। সাম্প্রতিক বন্যায় ২০০ কিলোমিটার বাঁধ সম্পূর্ণ বিধবস্ত হয়েছে I যার ফলে ১৬ লাখ মানুষ চরম বিপর্যয়ে রয়েছে
- কার্যকর কোন সংস্কার না থাকায় খুলনা বাগেরহাট, সাতক্ষীরায় ১৬৫০ কিলোমিটার বাঁধ প্রায় সম্পূর্ণ বিধবস্ত
- ভোলার পূর্বদিকে ৫০-৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত বাধেঁর কোন অস্তিত্ব নেই। ক্রমাগত ভাঙ্গনের কারণে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত ও স্থান ত্যাগ করছে
- কক্সবাজারের শুধু কুতুবদিয়াতেই ৩৬ কিলোমটার বাঁধ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে I এছাড়া টেকনাফ, চকোরিয়ার ৭০-৮০ শতাংশ বাঁধের কোন অস্তিত্ব নেই।

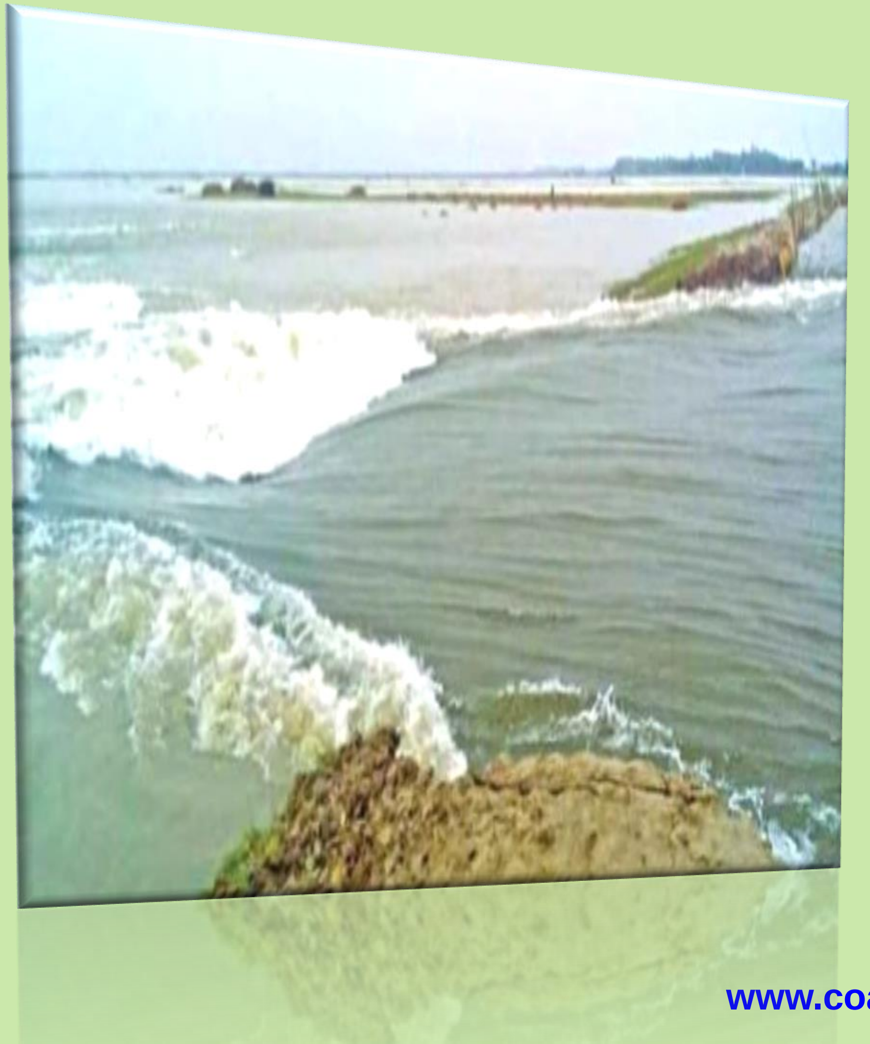

বাঁধ ও নদী ভাঙনঃ মানুষের অস্তিত্ব ও টিকে থাকা এখন হুমকির মুখে

- গত ৪০ বছরে নদী ভাঙানে **১ লাখ ৬০ হাজার হেক্টর** ভূমি নদীতে বিলীন হয়েছে (সূত্র: জাতিসংঘ)
- গবেষণা ও প্রক্ষেপণ অনুসারে প্রায় ৫০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে বলে অনুমিত
- নদী ভাঙনে ২০২০ সালে আরো ৪ হাজার ৫০০ হেক্টর জমি বিলীন হবে এবং ৪৫ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হবে। (সূত্র: সিইজিআইএস)

জানুয়ারি-জুন ২০২০ পর্যন্ত বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় আম্পান,বন্যা ও দুর্যোগের কারণে **২৫ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে**

সূত্রঃ আইডিএমসি

সরকার কি রকম বাজেট দিচ্ছে ?

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মোট বরাদ্দঃ ৮,০৮৯ কোটি টাকা

- পরিচালন বরাদ্দ ১৮২০ কোটি টাকা
- উন্নয়ন বাবদ ৬,২৬৯ কোটি টাকা

○ এ বছর বাজেট কমেছে ৬৮১ কোটি টাকা

○ উন্নয়ন বাজেট কমেছে ৮৩০ কোটি টাকা

○ পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪৯ কোটি টাকা

***বরাদ্দকৃত টাকার অধিকাংশই টাকাই ব্যয় করা হয় বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা, আন্তর্জাতিক নদীর প্রবাহ, লবণাক্ততা, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা ইত্যাদি খাতে। কিন্তু সুরক্ষা অবকাঠামো যেমন বাঁধ নির্মাণে ও মেরামতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা হয় না ।

দাতা নির্ভর বাঁধ নির্মাণ পরিকল্পনাঃ কার্যকর/ প্রতাশিত সুরক্ষা আসলে প্রশ্নসাপেক্ষ

- ২০২০-২১ অর্থবছরে বাঁধ মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য বরাদ্দ ৩৫৬ কোটি টাকা যা মোট উন্নয়ন বাজেটের মাত্র ৫.৬৭ শতাংশ
- **নির্মাণ খাতে কোন বরাদ্দ দেখতে পাচ্ছি না**
- সম্প্রতি দাতা সহযোগিতায় ৮০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ঘোষণা

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ??

- কনট্রাক্টর, সাব-কনট্রাক্টর থেকে স্থানীয় শ্রমিক দিয়ে মাটি ভরাটের মাধ্যমে কাজ শেষ হয়। টেকসই বাঁধ নির্মাণ হয় না
- স্থানীয় জনগণ জানেই না কি কাজ হচ্ছে ??
- বাঁধ নির্মাণ ও মেরামতের কাজ শুষ্ক মৌসুমে করার কথা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই বর্ষাকালে করা হচ্ছে
- অসমাপ্ত কাজ কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ১০০% বিল পরিশোধ করার অভিজ্ঞতা দেখা যাচ্ছে

স্বচ্ছতা | জন অংশগ্রহণ | জবাবদিহিতা

এই মুহুর্তে যা জরুরী বরাদ্দ দরকার...!

- উপকূলীয় ৫৭৫৭ কিলোমিটার বাঁধের প্রায় ৭০-৮০% ক্ষতিগ্রস্ত ও বিধ্বস্ত
- সম্প্রতি ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় ৬০০ কিলোমিটার বাঁধ
- আগামী ৫ মেয়াদি পরিকল্পনায় টেকসই বাঁধ নির্মাণের জন্য **প্রতি বছর কমপক্ষে ২০,০০০ কোটি** টাকা বরাদ্দ করা প্রয়োজন

***এই বরাদ্দ বাজেটের ৩.৫৬% এবং জিডিপির ০.৬৩% মাত্র

আসন্ন শুষ্ক মৌসুমে জরুরী ভিত্তিতে ৬০০ কি.মি ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত করতে হলে

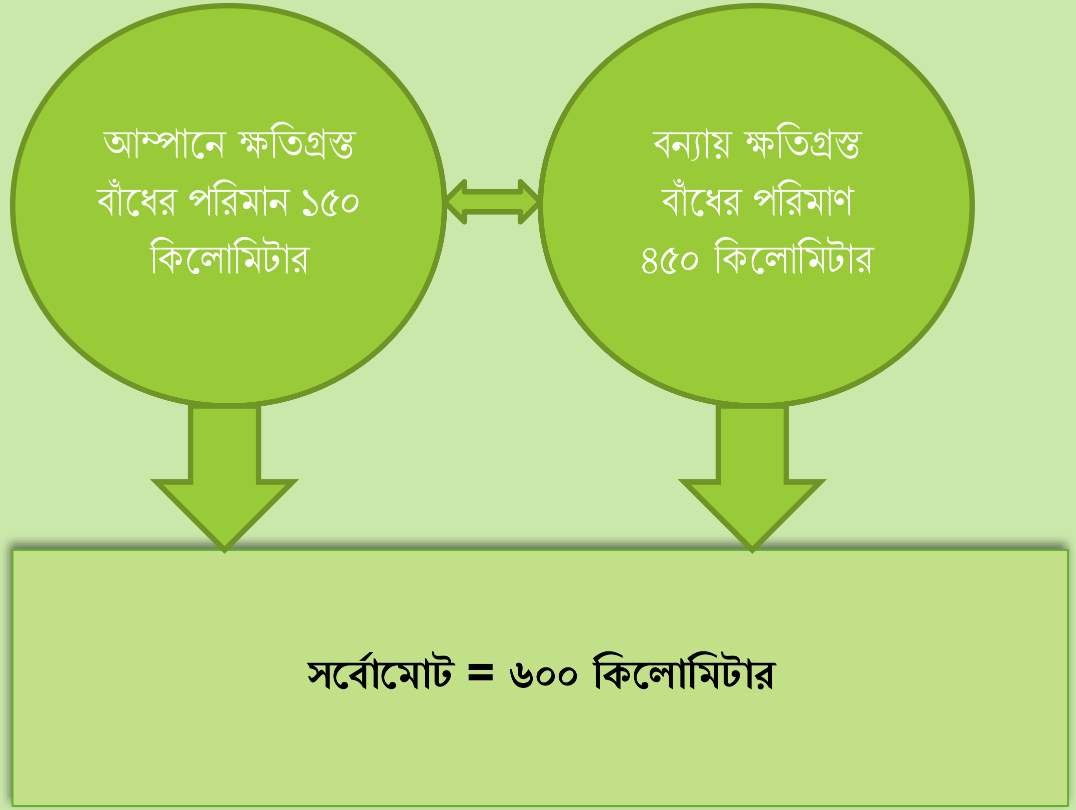

** বাঁধ মেরামতের জন্য প্রয়োজন হবে মোট ১২০০০ কোটি টাকা

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জনগণের ভোগান্তি/ ঝুঁকি কিছুটা হলেও কমাতে পারে

- তথাকথিত কন্ট্রাকক্টিং, সাব-কন্ট্রাকটিং বন্ধ করতে হবে
- মূল ঠিকাদারকে কাজ করতে হবে
- জেলা ভিত্তিক ঠিকাদার নিয়োগ দিতে হবে

- বাস্তবায়নে পূর্বে জনগণ, স্থানীয় জনপ্রতিনিদের সাথে আলোচনা করতে হবে। তথ্য সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে হবে
- বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্থানীয় সরকারকে ছেড়ে দিতে হবে।
- অগ্রগতি মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় জনঅংশগ্রহণ ও মতামত নিতে হবে

আমরা আলোচনা করতে পারি...!!